রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯২

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৯৯/১২ই আগষ্ট ১৯৯২

এস, আর, ও নং ১৯৯-আইন/৯২-বিসিডি(জি)১১৫(৫)-১১৭৮(১)—যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অতঃপর সরকার নামে অভিহিত, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), অতঃপর ব্যাংক কোম্পানী আইন নামে অভিহিত, এর ৭৭(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশস্থ ব্যাংক অব ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড, অতঃপর বিসিসিআই নামে অভিহিত, এর সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের উপর ১৯৯১ সনের ২০শে আগষ্ট হইতে স্থগিতাদেশ জারি করিয়াছে;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক, এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, জনস্বার্থে এবং আমানতকারীদের স্বার্থে ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৭৭(৪) ধারা অনুযায়ী বিসিসিআই-এর পুনর্গঠনের জন্য একটি স্কীম প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

সেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক, নিম্নরূপ স্কীম প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।—(১) এই স্কীম বাংলাদেশের ব্যাংক অব ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২, অতঃপর স্কীম বলিয়া উল্লেখিত, নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে স্কীমের বিভিন্ন বিধান কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই স্কীমে—

(ক) "ক, খ, ও গ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার" অর্থ ৪(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত ক, খ, ও গ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার ;

(খ) "নির্ধারিত দিন" অর্থ অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন নির্ধারিত বিভিন্ন তারিখ;

(গ) "ব্যাংক" অর্থ ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড;

(ঘ) "আমানতকারী" অর্থ বিসিসিআই-এর আমানতকারী;

(ঙ) "হ্রাসকৃত দায়" অর্থ স্কীম অনুযায়ী হ্রাস করার পর আমানতকারীদের নিকট দায়।

৩। পুনর্গঠিত ব্যাংকের নাম, ইত্যাদি।—(১) স্কীমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(২) Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর আওতায় ব্যাংকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধীকৃত হইবে।

(৩) ক শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যাংকটির উদ্যোক্তা হইবে।

৪। মূলধন।—(১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে ১০০ কোটি টাকা।

(২) ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন হইবে ৬০ কোটি টাকা।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) ও (৫) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিশোধিত মূলধন নিম্নরূপ-ভাবে প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক ২০ শতাংশ, স্কীমে ক-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অভিহিত;

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪০ শতাংশ, স্কীমে খ-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অভিহিত ;

(গ) আমানতকারী কর্তৃক ৪০ শতাংশ, স্কীমে গ-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অভিহিত।

(৪) যদি গ-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের জন্য নির্ধারিত অংশের সম্পূর্ণ শেয়ার ক্রয় না করে, তাহা হইলে সরকার যেরূপ স্থির করিবে তদনুযায়ী ঐ অবিক্রিত শেয়ার ক-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার অথবা খ-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার অথবা এই উভয় শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার এবং/অথবা জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে।

(৫) যদি গ-শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ নির্ধারিত অংশ হইতে অধিকতর শেয়ারের জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে সরকার ক ও খ শ্রেণীর শেয়ার-হোল্ডারদের জন্য নির্ধারিত অংশের পরিমাণ হ্রাস করিয়া গ-শ্রেণীর শেয়ার বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৫। মূলধন পরিশোধের পদ্ধতি।—ক এবং খ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এবং গ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণ নগদ অর্থ প্রদান অথবা হ্রাসকৃত দায় হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে অথবা অংশতঃ নগদ অর্থ প্রদান এবং অংশতঃ হ্রাসকৃত দায় হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে শেয়ারমূল্য পরিশোধ করিবে।

৬। **বিসিসিআই এর সম্পদ, ইত্যাদি ন্যস্তকরণ।**—(১) ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার তারিখে বিসিসিআই-এর সমুদয় ব্যবসা, সম্পত্তি, নগদ এবং দায়, স্কীমের বিধানাবলী কিংবা সরকারী আদেশ অনুযায়ী হ্রাস অথবা সমন্বয়ের পর ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল চুক্তি, বন্ড, ওকালতনামা এবং অনুরূপ অন্যান্য দলিল কার্যকর ছিল যেগুলিতে বিসিসিআই একটি পক্ষ, সে সকল চুক্তি, বন্ড, ওকালতনামা বা অন্যান্য দলিল, স্কীমের বিধানাবলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এমনভাবে ব্যাংকের চুক্তি, বন্ড ওকালতনামা ও অন্যান্য দলিল বলিয়া গণ্য হইবে যেন ব্যাংক কর্তৃক বা ব্যাংকের পক্ষে এই সব দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল।

৭। **মামলা মোকদ্দমা।**—(১) বিসিসিআই কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা মোকদ্দমা বা আইনগত কার্যধারা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার তারিখে অনিষ্পন্ন থাকিবে সে সকল মামলা মোকদ্দমা ব্যাংক কর্তৃক বা ব্যাংকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল-এর যে কোন অবসায়কের বিরুদ্ধে বা, ক্ষেত্রমত সংখ্যাগরিষ্ঠ Majority শেয়ারহোল্ডারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বা ব্যাংকের পাওনা সম্পদের জন্য দাবি করার বা তজ্জনিত কারণে মামলা রুজু ও পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বাংলাদেশে বিসিসিআই-এর পাওনাদারদের স্বার্থে সমীচীন বিবেচনা করিলে ব্যাংক এই ধরনের দাবি পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

৮। **পরিচালক পর্ষদ।**—(১) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ১১ জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে ২ জন হইবেন ক শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হইতে, ৮ জন হইবেন খ ও গ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার গ্রুপের মধ্য হইতে তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী এবং অবশিষ্ট ১ জন হইবেন ব্যাংকের প্রধান কার্য-নির্বাহী, পদাধিকারবলে।

(২) ক শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালকদের মধ্য হইতে সরকার একজনকে পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন।

(৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭ জন পরিচালক সমন্বয়ে ব্যাংকের প্রথম পরিচালক পর্ষদ গঠিত হইবে এবং প্রথম পরিচালক পর্ষদের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ৬ মাস।

৯। **প্রধান নির্বাহী।**—ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংকের প্রধান কার্য-নির্বাহী নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংকের প্রথম প্রধান কার্য-নির্বাহী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

১০। **বিসিসিআই কর্তৃক লেনদেনকৃত কিন্তু লিপিবদ্ধ হয় নাই এমন লেনদেন এর সমন্বয়।**—যে সকল লেনদেন বিসিসিআই কর্তৃক আইন সম্মতভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে অথচ নির্ধারিত দিনের পূর্বে বিসিসিআই এর হিসাব বহিতে সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই সেইগুলি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই, বিসিসিআই এর হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ হইবে এবং অনুরূপ লিপিবদ্ধকরণ বিসিসিআই কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। দায়।—(১) বিসিসিআই এর হিসাব বহিতে হিসাবায়িত (recorded) সকল দায়, স্কীমের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং স্কীমের বিধান অনুযায়ী সমন্বয়ের পর নির্ধারিত দিনে বাংকের দায় হইবে।

(২) আমানতকারীদের কোন আমানত হিসাবে ৬ই জুলাই, ১৯৯১, তারিখ হইতে নির্ধারিত দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য কোন সুদ অর্জিত হইবে না এবং নির্ধারিত দিন হইতে স্কীমের বিধান অনুযায়ী আমানত হিসাবে সুদ প্রদান করা হইবে।

(৩) আমানতকারীদের আমানত সংক্রান্ত বিসিসিআই-এর দায় প্রত্যেক আমানত হিসাবের স্থিতির বিভিন্ন ধাপ (slab) অনুযায়ী এই অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে এবং নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করা হইবে ঃ—

(ক) প্রথম ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	কোনরূপ দায় হ্রাসকরণ হইবে না।
(খ) পরবর্তী ১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১০% হারে দায় হ্রাস
(গ) পরবর্তী ২০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৭·৫% হারে দায় হ্রাস
(ঘ) পরবর্তী ২০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২২·৫% হারে দায় হ্রাস
(ঙ) পরবর্তী ৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৩৫% হারে দায় হ্রাস
(চ) পরবর্তী ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪০% হারে দায় হ্রাস
(ছ) পরবর্তী ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৪৫% হারে দায় হ্রাস
(জ) অবশিষ্ট পরিমাণ	৫০% হারে দায় হ্রাস

(ঝ) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রায় আমানতের (non-resident foreign currency deposit) ক্ষেত্রে কোনরূপ দায় হ্রাস করা হইবে না।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) অনুযায়ী দায় হ্রাসের উদ্দেশ্যে চলতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি ১৯৯১ সনের ৬ই জুলাই তারিখের সরকারী ক্রয় হারে টাকায় রূপান্তরিত করা হইবে এবং টাকার অংকেই লিপিবদ্ধ হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশী নাগরিকদের চলতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি ক্ষেত্রে বিকল্প মুদ্রা বাজারে উক্ত তারিখের অনুমোদিত ডিলারদের ক্রয়হার প্রয়োগ করা হইবে।

(৫) আমানতকারীদের আমানত স্থিতি হইতে প্রথমে বিসিসিআই-এর নিকট তাহাদের স্ব স্ব দায়ের সমপরিমাণ অংক সমন্বয় করিয়া সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবসমূহের স্থিতির পরিমাণ নির্ণয় করা হইবে এবং তারপর উক্ত আমানত স্থিতি সংক্রান্ত বিসিসিআই-এর দায় উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান অনুযায়ী হ্রাস করা হইবে।

(৬) আমানতকারীদের অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হইতে বিসিসিআই-এর নিকট সংশ্লিষ্ট আমানতকারীর দায়ের সমপরিমাণ অংক উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী সমন্বয় করা হইবে, তবে এক্ষেত্রে আমানতের স্থিতির অংশ সংক্রান্ত বিসিসিআই-এর দায় হ্রাস করা হইবে না।

(৭) ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ের বা উহার বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোন শাখার কোন দায় এবং প্রধান কার্যালয়ের নিকট কোন দায়ের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকিবে না।

১২। **সম্ভাব্য দায় (Contingent Liability)**।—(১) বাংলাদেশের বাহিরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিসিসিআই-এর সম্ভাব্য দায়ের (contingent liability) বিপরীতে কোন দাবি অথবা অনুরূপ যে সকল সম্ভাব্য দায়ের বিপরীতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠাত্র পূর্বে দাবি করা হইয়াছে অথচ তাহা পূরণ করা হয় নাই, ব্যাংক গ্রহণ করিবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বিধান সাপেক্ষে বিসিসিআই-এর সম্ভাব্য দায়ের বিপরীতে কোন দাবীদারের বৈধ দাবীর সেই পরিমাণ অংশই পরিশোধ করা হইবে, যাহা সংশ্লিষ্ট মার্জিন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ, সংশ্লিষ্ট জামানত হইতে সংগৃহীত অর্থ এবং যাহার পক্ষে বিসিসিআই কর্তৃক দায় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে অথবা তাহার পক্ষে অন্য কাহারো নিকট হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত নগদ অর্থের দ্বারা সংকুলান সম্ভব।

(৩) যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিসিসিআই-এর সম্ভাব্য দায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অবলুপ্ত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মার্জিন হিসাবের স্থিতি সংক্রান্ত বিসিসিআই-এর দায় অনুচ্ছেদ ১১(৩)-এর বিধান অনুযায়ী হ্রাস করা হইবে।

১৩। **বিসিসিআই এর দায় পরিশোধ**।—(১) স্কীমের বিধান অনুযায়ী বিসিসিআই-এর হ্রাসকৃত দায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) ব্যাংকের শেয়ারের ক্রয়মূল্য হ্রাসকৃত দায় হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে;

(খ) সম্পূর্ণ হ্রাসকৃত দায় অথবা, ক্ষেত্রমত, শেয়ারমূল্য সমন্বয়ের পর হ্রাসকৃত দায়ের অবশিষ্ট অংশ নগদ অর্থে অথবা পাওনাদার যেভাবে চাহে সেই অনুসারে নিম্নবর্ণিত সূচী অনুযায়ী পরিশোধিত হইবে, যথা ঃ—

টাকার পরিমাণ	পরিশোধের সর্ব প্রথম তারিখ
প্রথম ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের এক মাস পর ; এই অর্থ হইতে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুদমুক্ত অগ্রিম সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত সমন্বয় করা হইবে।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৬ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ১২ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ১৮ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ২৪ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৩০ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৩৬ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৪২ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৪৮ মাস পর।
আরো ১০০,০০০ টাকা	নির্ধারিত দিনের ৫৪ মাস পর।
অবশিষ্ট স্থিতি	নির্ধারিত দিনের ৬০ মাস পর।

(২) মেয়াদী অথবা স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মেয়াদপূর্তির পর হইতেই হ্রাসকৃত দায় পরিশোধ শুরু হইবে।

(৩) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা আমানতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিনে কিংবা উহার পর অথবা ক্ষেত্রমত মেয়াদপূর্তিতে দায় পরিশোধ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই সব আমানতের বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক সুদমুক্ত অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে প্রদত্ত অগ্রিমের সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আমানত হইতে সমন্বয় করা হইবে।

(৪) সম্ভাব্য দায়ের বিপরীতে মার্জিন হিসাবে রক্ষিত স্থিতি সংক্রান্ত হ্রাসকৃত দায় উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত হইবে।

(৫) চলতি ফরেন কারেন্সি হিসাব এবং কনভার্টিবল টাকা হিসাব সংক্রান্ত হ্রাসকৃত দায় শুধুমাত্র টাকাতেই পরিশোধ্য হইবে এবং এই টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরযোগ্য হইবে না।

১৪। **নির্ধারিত দিনের পাঁচ বৎসর পর পর্যালোচনা।**—অনুচ্ছেদ ১১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এবং অনুচ্ছেদ ১৩তে যাহাই থাকুক না কেন, যদি নির্ধারিত দিনের পাঁচ বৎসর পর পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, বিসিসিআই-এর সম্পদের বিপরীতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ উহার হিসাব বহিতে ৬ই জুলাই, ১৯৯১ তারিখের সম্পদের স্থিতি এবং স্কীম অনুযায়ী মোট দায় হ্রাসের সমপরিমাণ অর্থের বিয়োগফল অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে ঐ বিয়োগফলের অংকের অতিরিক্ত অর্থ আমানতকারীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব আমানতের হ্রাসের আনুপাতিক হারে প্রদান করা হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পর্যালোচনা একবার মাত্র করা হইবে।

১৫। **নির্ধারিত দিনের পর আমানতের উপর প্রদেয় সুদ।**—কোন আইন কিংবা চুক্তিতে অন্যরকম (contrary) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংকের উপর ন্যস্ত বিসিসিআই-এর সমস্ত আমানতের উপর এই স্কীমের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদেয় হইবে।

১৬। **বিসিসিআই-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী।**—কোন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং যিনি নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বিসিসিআই-এর একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী (employee) ছিলেন, তিনি নির্ধারিত দিনে ব্যাংকে স্থানান্তরিত (transferred) বলিয়া গণ্য হইবেন এবং যে সমস্ত শর্তাধীনে তিনি বিসিসিআই-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিলেন, সে সমস্ত শর্তাধীনে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিসিসিআই-এর কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই স্কীম কার্যকর (effective) হইবার এক মাসের মধ্যে পুনর্গঠিত ব্যাংক-এর চাকুরী না করিবার ব্যাপারে লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিলে, বিসিসিআই-এর সহিত তাহার চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্যরকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুনর্গঠিত ব্যাংক তাহাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৩ (তিন) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং অপরাপর প্রাপ্য টার্মিনেশন সুবিধাদি (admissible termination benefit) প্রদান করিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীচ্যুত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পুনর্গঠিত ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যাংকের চাকুরীতে থাকিবেন, তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী অন্যান্য এইরূপ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শর্তাবলীর সমতুল্যমান করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে স্কীম কার্যকর হইবার তিন মাসের মধ্যে

পুনঃনির্ধারণ করা হইবে এবং ইহাতে যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্ত সুবিধাদি লাঘব বা হ্রাস পায় তাহা হইলে ঐ কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন আপত্তি করিতে পারিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, ৬ই জুলাই, ১৯৯১ এর পরে ও এই স্কীম প্রবর্তন করা পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যেভাবে প্রদান করা হইয়াছে, কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাহার অতিরিক্ত কোন দাবি করিতে পারিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, বিসিসিআই-এর সহিত তাহার চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্যরকম যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুনর্গঠিত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, বিসিসিআই--এর যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যে কোন সময়ে কোন কারণ দর্শানো ব্যতীরেকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বরখাস্ত করা হইলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাহার প্রাপ্য ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) দেওয়া হইবে।

১৭। কার্যক্রমের হেফাজত।—৬ই জুলাই, ১৯৯১, হইতে বিসিসিআই-এর আমানতকারী ও পাওনাদারদের স্বার্থে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১৮। ব্যাখ্যা।—স্কীমের কোন বিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে আইনগতভাবে বাধ্য থাকিবে।

শেগুফ্‌তা বখ্‌ত্‌ চৌধুরী
গভর্ণর
বাংলাদেশ ব্যাংক।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।